

৩: সিদ্ধান্ত নেওয়ার পদ্ধতি – নিরাপত্তা পরিষদ

আমেরিকান প্রেসিডেন্ট শেষ সইটা করেন বটে, কিন্তু কি কি সিদ্ধান্ত নেবেন তা নির্ভর করে National Security Council , তাকে কি মেমো পাঠিয়েছে তার উপর। ইরাক যুদ্ধের পর একথা কারো অজানা নেই যে, জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ প্রেসিডেন্টকে ইরাকের গনবিদ্ধংসী অস্ত্রের উপর যে মেমো পাঠিয়েছিল, সেটি শুধু ত্রুটিপূর্ণই নয়, সম্পূর্ণই ভুল। এই ভুল থেকেই যুদ্ধ শুরু। এটা ইচ্ছাকৃত না অসাধনবশত, তা নিশ্চিত ভাবে জানতে আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ ২৬শে জুলাই, ১৯৪৭ সালে ৮০-২৫৩ তম আমেরিকান গনআইনে গঠিত হয়। মূল লক্ষ্য সামরিক বাহিনী এবং বিদেশনীতি মধ্যে সমন্বয় সাধন। মানে ডাঙা দিয়ে ঠাঙা করার দরকার আছে কিনা, সেটা ঠিক করা। আমেরিকান প্রেসিডেন্ট এর চেয়ারম্যান। আরো ৬ জন স্থায়ী সদস্য আছেন। Secretaries of State, Defense, Army, Navy, Air Force, and the Chairman of the National Security Resources Board. আমেরিকান প্রেসিডেন্ট কার কথায় চলবেন সেটা প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল! এই ৬ জন স্থায়ী সদস্য ছাড়াও, CIA প্রধান এবং আরো ৮ টি গুপ্তচর সংস্থার কর্তা ব্যক্তিদের প্রয়োজন বিশেষে ডাকা হয়। 24 hours, ALIAS এর মত সিরিয়ালে, NSC র প্রচুর মিটিং এর দৃশ্য আছে, যেখানে দেখা যাবে যে প্রেসিডেন্ট গুপ্তচর সংস্থার প্রধান কর্তাদের প্রচুর ধমকাচ্ছেন – তথ্যর অভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাচ্ছে না। বাস্তবেও এরকমটা হয়। ১৯৬২ সালে, ১৩ দিনের কিউবা মিশাইল সংকটের দুর্ভাগ্য চলচিত্রায়ন “13 days”. পরিচালক পীটার আলমন্ড। এখানে পষ্ট দেখা যাবে, নিরাপত্তা পরিষদ কেনেডীর উপর যুদ্ধের জন্য অসম্ভব চাপ তৈরী করা সত্ত্বেও, কেনেডী ক্রশ্চেভের সাথে একটা সমঝতা করার নিরলস চেষ্টা চালিয়েছিলেন এবং শেষে সফলতা আসে। পৃথিবীর প্রথম আনবিক যুদ্ধ যখন আসন্ন, হাজার প্ররোচনা কাটিয়ে কেনেডী শান্তির পতাকা ওড়াতে সক্ষম হন।

হ্যারি ট্রুম্যান নির্ভর করতেন সেক্রেটারী ওব স্টেটসের উপর। আইজেনহাওয়ার আবার মিলিটারীর কর্তা ব্যক্তিদের কথায় বিশ্বাস করতেন বেশী। কেনেডী প্রথমে সেক্রেটারী ওব স্টেটসের উপর নির্ভরশীল ছিলেন-স্বাধীনচেতা কেনেডী অচিরেই বোঝেন নিরাপত্তা পরিষদে সর্বের মধ্যেই ভুত আছে। ক্রমাগত স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিয়ে, নিরাপত্তা পরিষদকে প্রায় নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছিলেন। খুব বেশীদিন চলল না-অচিরেই তার ভবলীলা সাজা হল বা করে দেওয়া হল। প্রেসিডেন্ট জনসন, কেনেডীর পথের পথিক হন- তিনিও নিরাপত্তা পরিষদ থেকে তাঁর কিছু রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের উপর নির্ভর করতেন বেশী।

নিঙ্কন এবং ফোর্ডের আমলে, নিরাপত্তা পরিষদকে আবার বাড়ানো হল। আসল নাটের গুরুটি হেনরী কিসিঞ্জার। নিঙ্কন আদতে খুঁতখুঁতে লোক, প্রচুর তথ্য আর বিশ্লেষণ চাইতেন। ক্যাপিটাল হিলে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের তখন রমরমা বাজার! প্রেসিডেন্ট কার্টারের আমলে নিরাপত্তা পরিষদকে আরো ক্ষমতা দেওয়া হয়-এবং নিরাপত্তা পরিষদ বিদেশ নীতির শেষ কথা বলে ঘোষিত।

রেগন দেখলেন, নিরাপত্তা পরিষদে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা একদম হাতুরে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাস্ট্রবিজ্ঞানীদের ধরে আনা হল। সিদ্ধান্ত নেওয়ার সংখ্যাাতাত্ত্বিক পদ্ধতি তার আমলেই শুরু হয়। এই বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতির জন্যই রেগনের আমলে, ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সবচেয়ে কম। ইনার গবেষণাগারের বিজ্ঞানীরা, সমাজতন্ত্রকে কোন যুদ্ধ-টুঙ্গ ছারাই ‘বিজ্ঞানভিত্তিক’ পদ্ধতিতে শুইয়ে দেয়-সেটা এখন ইতিহাস। পরে সুযোগ হলে লিখব।

ক্লিনটনের আমলে নিরাপত্তা পরিষদে আরো তিন জন স্থায়ী সদস্য নেওয়া হয়। এরা হলেন প্রেসিডেন্টের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, সেক্রেটারী অব ট্রেজারী (রসদ আছে কিনা জানার জন্য!) এবং রাস্ট্রপুঞ্জ আমেরিকার রাস্ট্রদূত। বোঝাই যাচ্ছে ক্লিনটন দেশের অর্থনীতিকেই বিদেশ নীতিতে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং সুফল পেয়েছেন হাতে নাতে।

বুশের সাথে নিরাপত্তা পরিষদের লীলাকীর্তন রোজই টিভিতে আমরা দেখছি। লেখার কিছু নেই!

এবার আসি কিছু বিশ্লেষণে। নিরাপত্তা পরিষদ প্রেসিডেন্টকে যে মেমোটা পাঠায় সেটা দেখতে কি রকম, বক্তব্যটা কিরকম! আমি দুটো উদাহরন পাঠকের কাছে পেশ করলাম।

প্রথমটা সার্বিয়াতে সেনা পাঠানো নিয়ে মেমো। প্রিয় পাঠক এটি পরে লক্ষ্য করুন যে

- প্রথম চিন্তা হচ্ছে সার্বিয়াতে নিজেদের কিছু গোছানোর নেই। তাই সেনা পাঠিয়ে, আমাদের ছেলেরা মারা গেলে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া শুরু হবে, সেই ঝুঁকি না নেওয়াই ভালো।
- আমেরিকার স্বার্থপরতার একটা লেভেল আছে। ভাষাটা পড়ুন। স্বীকার করা হচ্ছে আলবেনীয় মুসলিমদের সার্বিয়ানরা কচু কাটা করছে। কিন্তু তাতে আমাদের কি এলো গেল?

বিশ্ব পরিত্রাতাদের এই ভাষা এবং ভাব পাঠক লক্ষ্য করুন। এরপরে অবশ্য আরেকটি মেমোর ভিত্তিতে সার্বিয়াতে সেনা পাঠানো হয় এবং আলবেনিয়াতে মুসলিম নিধন বন্ধ করার কৃতিত্ব আমেরিকা দাবী করতে পারে।

এবার দ্বিতীয় মেমোটি লক্ষ্য করুন। ১৯৬২ কিউবান ক্রাইসিসের ওপরে। এটির পিডিফ ফাইল, আমি সম্পাদককে দিয়ে দিচ্ছি। উনারা পাঠকদের জন্য লিঙ্কে দিলে বাধিত হই।

- একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার লক্ষ্য করুন। বলা হচ্ছে আক্রমন এমন সময় করতে হবে , যেটা কিউবান চাষীদের ফসল কাটার সময়। যাতে কিউবাকে ভাতে মারা যায়।
- ক্যান্ট্রো, ক্রশ্চেন্ডের উপর রাগ আছে বুঝলাম। তার জন্য গরীব চাষীদের ভাতে মারার ধান্দা?

এরে কই আমেরিকান বিদেশনীতি!

কেনেডী এই মেমো অনুযায়ী কাজ করেন নি। করেছেন নিজের মানবতাকে প্রশ্ন করে। বুশ আর সেটা করলেন কই? মেমোতে লেখা আছে, ইরাকে গণবিদ্রোহী অস্ত্র গড়াগড়ি যাচ্ছে, এতএব তিনিও ইরাকে ধেই ধেই করে গদা মারলেন। আমি বুশকে এই জন্যে বলি ভীম-মাথাই বুদ্ধি নাই। দ্রোপদী (নিরাপত্তা পরিষদ) যাকে মারতে বলে, আগ পিছু না ভেবে উনি গদা চালান।

কেনেডী আর বুশের এই বৈপরীত্ব বুঝতে হলে আমাদের স্টীফেন শ্যালমের পঞ্চ শক্তির তত্ত্ব বুঝতে হবে।

[চলবে]

পরিষ্টি ১ : সার্বিয়ার ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদের মেমো

THE WHITE HOUSE

NATIONAL SECURITY COUNCIL

SECRET

To: The President

From: The National Security Advisor

Subject: Responding to the Serbian Reprisal in Kosovo

August 4, 1998

Issue for Decision

Last Thursday, Serbian police massacred eighty ethnic Albanians, including women and children, in the Serbian region of Kosovo. The attack was in retaliation to the assassination of three Serbian magistrates July 12. Vivid CNN reports have fueled American public and congressional pressure for a robust reaction against Serbia. We need to formulate our position prior to Ambassador Robert Gelbard's meeting with Serbian leader Slobodan Milosevic in Belgrade next week.

Background

Historic tensions between ethnic Albanians and Serbs in Kosovo have intensified since Milosevic rescinded Kosovo's autonomy in 1989. The Albanians, who constitute 90% of the Kosovo's population, have become increasingly violent in their quest for independence. Albanian paramilitary attacks against Serbian officials have trebled during the last six months--leading to this most recent Serbian response to what they perceive as terrorist acts.

The problem has regional ramifications. Kosovo borders on Albania--and on Macedonia and Montenegro both of whom have significant Albanian populations. A civil war in Kosovo could embroil all three and destabilize their already weak governments. Greece and Bulgaria, in these circumstances, would be tempted to pursue outstanding claims against Macedonia. --stimulating a military response from Turkey in defense of Muslim brethren under attack by Christian orthodoxy. At risk is another Balkan war.

For Serbs, Kosovo is the soul of their national spirit. While they were prepared to see Slovenia, Croatia and even Bosnia go their separate ways, this will not be the case with Kosovo. Serbs are prepared to wage holy war to hold on to the region--and to reject any leader who entertains secession. Our European allies and Russia seem to understand this and are exerting pressure on both sides to conduct negotiations on Kosovo autonomy within the broader Serbian state.

US Interests

Certainly it is in the interest of the United States to deter another Balkan war, as it is to discourage brutal Serbian treatment of ethnic Albanian citizens. These interests are not, however, vital to American security. We should accordingly rule out unilateral commitments of major American political and economic resources or American lives. Americans citizens should not be asked to bear such costs. The European states, specifically Russia, Germany, France, Great Britain and Italy, for reasons of history and proximity, have a greater stake than we in the peaceful resolution of the Kosovo problem. We should encourage their involvement. We have 654 US service personnel assigned to UN and OSCE currently stationed in Macedonia.

Options

Kosovo cannot be contained by bluster or military action, much less unilateral American strikes. What we need is Milosevic's agreement to restore autonomy and to protect the rights of Serbs and Albanians alike--and ethnic Albanian acceptance of a solution short of full independence. The appropriate tool is political influence exerted in conjunction with interested European powers. This should be augmented by economic sanctions and incentives. Non-partisan observers from the UN, the OSCE should be deployed to stabilize and add transparency to the situation in Kosovo while the political process moves forward.

Recommendation

That instructions consonant with the above be prepared for Ambassador Gelbard's use with Milosevic; that the principal points of the instructions be shared with European allies, including Russia, and with appropriate international organizations--soliciting their support and comment; that detailed briefings be arranged for Jesse Helms and other senior Congressional leaders; and that the public be informed of the broad outlines and rationale behind this policy through press briefings and backgrounders and public presentations.

Approve _____

Disapprove _____

CC: State:S/S

JCS/OP

CIA/DIR

SecDef/EXEC/C

Treasury:OS

SECRET